OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 256 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 256 – 263
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘ভারতী’ পত্রিকায় ব্রত ও ব্রতের কথা

তিথি ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : tithighoshkn@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Bharati patrika, Bratakatha, Bengali life, Society, Economy, Culture.

Abstract
Bharati is a masterpiece in the history of Bengali periodicals. It was Published in the 19th century by the Jorasanko Tagore family and has crossed the path of the 20th century. For fifty long years from 1284 to 1333, under the leadership of several editors, this magazine reaped gold in the literary field. In addition, the Brata has been made to protect the social culture of Bengal. In this effort, among many other subjects, the Bar-Vrata of Bengal appeared in Bharati Patrika. The editors have endeavored to restore the Bratakatha as an important part of folk culture. Therefore, more than one Brotokatha has been placed in the pages of Bharati. Even the distinguished forms of a Brata across space and time have also been revealed here. Bratas were once a part of Bengali life. But today there existence is almost endangered. Thanks to Bharati Patrika, we have come to know about several Bratakatha-s we got a glimpse of the socio-culture, people's thoughts-process, and even indirectly, the economic aspects of the time - the very topics of this article.

Discussion

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে *ভারতী* এক গৌরবময় অধ্যায়। ১২৮৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। শুধু পৃষ্ঠপোষকতা নয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও নেন। পরবর্তীকালে এই কাজে তাঁকে অনুসরণ করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। বিভিন্ন সম্পাদকদের হাতে এই পত্রিকা পাড়ি দিয়েছে দীর্ঘ পঞ্চাশটা বছর। এই সময়পর্বে *ভারতী* গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে পাঠকের ঝুলি ভরিয়েছে। এছাড়া *ভারতী* পত্রিকার আরও যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এই পত্রিকায় লোকসংস্কৃতির চর্চা। *ভারতী* পত্রিকার উদ্দেশ্য জ্ঞাপনকালে প্রথমেই বলা হয়েছিল এই পত্রিকা দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতি, দেশজ আদল এবং দেশজ ঘরানা রক্ষা করেই চলবে। সেইসূত্রে দেশের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানাচর্চা এই পত্রিকায় দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এই প্রবন্ধে কেবল বাংলার ব্রত ও ব্রতকথা নির্ভর বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 256 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে *ভারতী* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলার ব্রতকথাগুলি আজকের দিনেও সম্পদ বিশেষ। বিভিন্ন সম্পাদকের চেষ্টায় প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ব্রতকথাগুলি মুদ্রিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রামবাংলায় প্রচলিত এই সকল ব্রতকথা এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সমাজ-জীবন, সামাজিক পরিস্থিতি, মানুষের কামনা-বাসনা, শিল্পকলা, পারস্পরিক মেলবন্ধন এবং স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি এই পত্রিকায় কীভাবে উঠে এসেছে সেটাই দেখার চেষ্টা করব।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক ব্রত কী? 'বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বণ'[১] -এর মধ্যে আর এক অনুষ্ঠান হল *বার-ব্রত।* এককথায় কোনো কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে ব্রত বলে। আর একভাবে বলতে গেলে ব্রত হল ধর্মের আবরণে গার্হস্থ্য কামনা-বাসনার ঘনীভূত সংরূপ। বিভিন্ন বার, মাস বা ঋতুকে কেন্দ্র করে একক বা গোষ্ঠীগতভাবে পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয় প্রভৃতির কামনা করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা, কিছু ক্ষেত্রে পুরুষেরা ব্রতে অংশগ্রহণ করেন এবং এর সঙ্গে পুরোহিতের বিশেষ যোগ দেখা যায় না।

ব্রতে সাধারণত মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন কিন্তু ব্রত অনুযায়ী তাদেরও ভাগ আছে। এক এক ব্রত এক এক রকম কামনার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং এক এক বয়স ও অবস্থার মেয়েরা, এক এক রকম ব্রত'য় অংশগ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দেশে প্রচলিত ব্রতগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা— *শাস্ত্রীয় ব্রত* এবং *মেয়েলি ব্রত।* মেয়েলি ব্রতের আবার দুটো ভাগ— *কুমারী ব্রত* ও *নারী ব্রত*। তবে ব্রত ও ব্রতীদের (যারা ব্রত করেন তাদের ব্রতী বলা হয়) ভাগ থাকলেও ব্রতগুলির প্রকৃতি মোটামুটি একই রকমের। যেমন— আচমন, ঘটস্থাপন, আলপনা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথা শোনা ইত্যাদি।

এক সময়ে বহুল প্রচলিত ব্রতগুলি আজকের দিনে বাংলা ও বাঙালির জীবন থেকে লুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু একটা সময় এসব আচার-আচরণ আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ ছিল। ব্রতগুলো শুধু মর্ত্যবাসীর কামনা পূরণ কিংবা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন হিসেবে গণ্য হত না। ব্রতকথা ছিল এক সম্মিলিত আনন্দ উৎসব। তথাপি লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ব্রতকথাগুলি সমাজ-জীবন থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। উনিশ শতকের নবজাগরণের পরবর্তী সময়ে গ্রাম ক্রমশ নগরমুখী হতে শুরু করে। নগরকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা বাঙালির বহু সংস্কার ও কুসংস্কারের ভিত আলগা করে দেয়। যে ব্রতকথা নিয়ে মানুষের এত আনন্দ-আয়োজন, উচ্ছ্বাস, সেই ব্রতের মূলে থাকা অশিক্ষা, কুসংস্কারজনিত ভীতি, উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আলোয় দূর হতে শুরু করে। এছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়া ও নগরমুখী মনোভাব গ্রামের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনকে ব্যষ্টি থেকে ভেঙে ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করতে থাকে খুবই দ্রুততার সঙ্গে। ফলে পঞ্চায়েত, একান্নবর্তী পরিবার, চন্ডীমন্ডপ ইত্যাদির মতো ব্রতকথাগুলিও পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে শহুরে দরবারে গিয়ে হাজির হতে পারছে না। আবার অর্থনীতির ভগ্নদশা গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আঘাত হেনেছে ভারত তথা বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ওপর। এহেন পরিস্থিতিতে জীবন— বেঁচে থাকার উপকরণগুলিকেই যথাসম্ভব খাটো করে চলতে চায়। সেখানে আলাদা করে লোকসংস্কৃতির চর্চা হয়ে দাঁড়ায় বাহুল্য।

তবে উনিশ শতক থেকে জাতীয় জীবনে যে নবযৌবনের উদ্বেলতা তৈরি হয়, তাতে লোকসংস্কৃতি একদিকে যেমন উপেক্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষায় ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা নিয়ে একদল শিক্ষিত লোক চিন্তিত হয়ে উঠলেন। সাময়িকপত্র হল তাদের আশ্রয়। সেকালে লোকসংস্কৃতি চর্চার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সাময়িকপত্র চোখে পড়ে না। তবে অনেক পত্রিকার সম্পাদকই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখা ছাপতে উৎসাহী ছিলেন। যেমনটা ছিল *ভারতী* পত্রিকা। *ভারতী*-র সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের যাত্রাপথে, বিভিন্ন সম্পাদকের ও লেখকের চেষ্টায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার অজস্র নিদর্শনের দেখা মেলে। এর মধ্যে আমরা ব্রতকথা বিষয়ক রচনা পেয়েছি বাইশটি। এখানে বলে রাখি *ভারতী*-র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সব ব্রত ও ব্রতকথা নির্ভর রচনাই গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সংখ্যার সূচিপত্র না থাকায় বা অর্ধাংশ থাকায় দু-একটি যদি বাদ গিয়ে থাকে, তার জন্য দুঃখিত। নিচে *ভারতী* পত্রিকার সূচিপত্রে প্রাপ্ত ব্রতকথার একটি তালিকা উপস্থাপন করা হল —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 256 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সম্পাদক	প্রকাশকাল	প্রবন্ধ	লেখক
১. হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী	১৩০২	নীলকুল-বাসুদেব ব্রত	---
২. হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী	১৩০৪	শীতলা ষষ্ঠী	শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩০৫	ষষ্ঠী ব্রতের কথা	শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
৪. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	ঘটকালী ব্রত	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস
৫. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস
৬. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	খুঁটিব্রত ও ইতুর কথা	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস
৭. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	পৌরাণিক ব্রতকথা	শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী
৮. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস
৯. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	ইতুর কথা	শ্রীমতী সুরমা দেবী
১০. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	ইতুর কথা	শেফালিকা দেবী
১১. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	ইতুর অর্থ ব্যাখ্যা	শ্রীমতী নিস্তারিনী দেবী
১২. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৫	পূর্ববঙ্গের নীরাকালী ব্রত	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া
১৩. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৬	নোটন ষষ্ঠীর ব্রতকথা	শ্রীমতী শশিমুখী দেবী
১৪. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৬	পূর্ববঙ্গের ষষ্ঠীব্রত	শ্রী নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
১৫. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৬	শনিব্রত	শ্রী শ্যামাচরণ
১৬. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৬	ক্ষেত্রব্রতের কথা	শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া
১৭. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৬	অরণ্য ষষ্ঠী	নিস্তারিনী দেবী
১৮. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৯	গোকল ব্রত	শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী
১৯. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩১৯	ব্রতমন্ত্র	শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী
২০. স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩২১	অরণ্য ষষ্ঠী	শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
২১. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩২৫	বাংলার ব্রত	শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 256 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২২. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩৩০	পূর্ণিমা-ব্রত	শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেক সম্পাদকের সময়কালেই ব্রতকথা বিষয়ক চর্চা হয়েছে। এদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলা দেবীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনাকালে আমরা সবথেকে বেশি ব্রতকথা সংক্রান্ত আলোচনা হতে দেখি। ১৩১৫ সালে *নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা* -শীর্ষক প্রবন্ধে শতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রশংসায় লিখেছেন –

> "আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বোধ হয়, এই সকল ব্রত পার্ব্বণের কথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। কারণ এখনই আমাদিগকে শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি হইতে এবং প্রাচীনাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রত কাহিনীগুলো সংগ্রহ করিতে হইতেছে। এ সময় 'ভারতী' সম্পাদিকা মহাশয়া এইগুলিকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের একটি হিতসাধন করিতেছেন।"[২]

স্বর্ণকুমারী দেবীর সময়কালে ব্রতকথার চর্চা শুধু পরিমাণে বেশি ছাপা হয়েছে বললে কম বলা হয়। অঞ্চল ভেদে একই ব্রতকথা সংক্রান্ত একাধিক লেখাও প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে ১৩১৫ সালে *ইতু ব্রত*-এর তিনটি প্রবেন্ধের কথা উল্লেখ করতে পারি। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি রক্ষার চেষ্টায় সম্পাদক মহোদয়ার এহেন কর্ম উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ ব্রতকথায় শুধু লোককথা নয়, লোকগাথারও সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রতকথার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ –

> "এই সাহিত্য যে স্বতঃসৃত নদীর ধারার মত সুচিরকাল হইতে বাংলার পল্লীগৃহের দ্বারে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, শিক্ষা এবং আনন্দ ঘরে ঘরে বহন করিয়া দিবার এমন সহজ বিহিত, সুন্দর, এমন চিরন্তন ব্যবস্থা যে আর কিছুই হইতে পারে না, এই সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের পল্লীজীবন-যাত্রার সরল মূলনীতিগুলি যে নানা আকারে সন্নিবেশিত হইয়া আছে এবং কালের পরিবর্তন বশতঃ এগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেশের পুরাবৃত্তের একটা প্রধান উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বদেশের প্রতি একদা ঔদাসীন্য বসতঃ একথা তখন কেহ চিন্তা করিতেন না। এখন যে আমাদের সেই দুর্দ্দিনের অবসান হইয়াছে, দেশকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছে।"[৩]

শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের *মেয়েলি ব্রতকথা* সংকলিত হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আনন্দপূর্ণ মন্তব্যটি করেছিলেন।

ব্রতকথা হল প্রাচীন উৎসব এবং অবশ্যই কামনা পূরণ ও ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ। তার বাইরেও এগুলি আমাদের সমাজ ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রতকথাগুলি পাঠ কালে প্রাপ্ত ব্রতকথার সেইসব বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

ব্রতের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল– দেব-দেবী এখানে দূর আকাশের তারা নন, দেবতার আবরণ ভেদ করে দেব-দেবীর মানবিকীকরণ ঘটেছে। মর্ত্যবাসী যেভাবে ভাবে, কথা বলে, আচরণ করে দেব-দেবীর ছাঁচও তৈরি হয়েছে সেই আদলেই। ফলে ঋষি মুনিরা যুগ যুগ তপস্যা করে যাঁদের দর্শন লাভের সুযোগটুকু পান না, ব্রতচারীদের কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছেন ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে গাল-গল্প করার মতই সহজলভ্য। এমনকি পুজোর উপকরণের স্বল্পতায়ও তাঁকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যায় না। এক বস্তুর অভাবে অন্য বস্তু ব্যবহার করলেও তিনি কুপিত নন। যেমন– *অরণ্য ষষ্ঠী*-ব্রতে পুজো করার নিয়ম অরণ্যে গিয়ে। কিন্তু অরণ্যাভাবে ঘরের ভিতর নোড়া ইত্যাদি দিয়ে পাহাড় কল্পনা করে ব্রত সাঙ্গ করা হচ্ছে। *নাটাই চণ্ডী*-র ব্রতে চালের পিঠের বদলে বালির পিঠের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। *ইতু পূজা*-র আখ্যানটি বেশ বড়। অগ্রহায়ণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 256 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাসে ছোটোদিনের বেলায় গৃহকর্ম ফেলে সবার এত বড় আখ্যান শোনার সময় হয়ে ওঠেনা। তাছাড়া একবার শুনতে বসলে ওঠাও যায় না। ব্রতকারিনীরা এই সমস্যার সমাধান বের করলেন মাটিতে আঁক কেটে। এক একটি দাগ এক একটি ব্রতীর প্রতীক। চলতি ভাষায় এরকম *শর্টকাট* ব্যবস্থাতেও দেবতাকে রুষ্ট হতে দেখা যায় না। বদলে নিজের পুজো প্রচলনের আনন্দে প্রার্থিত বর প্রদান করে বাস্তব জগতের নরনারীর মতই আনন্দে ডগমগ হয়ে তিনি বিদায় নেন। একমাত্র ব্রতকারিনী ব্রতের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অমনোযোগভাব প্রদর্শন করলে তিনি ভয়ানক হয়ে ওঠেন। পদে পদে বিপদ ঘটাতে পিছুপা হন না। যদিও তাঁকে সন্তুষ্টও করা যায় অতি সহজেই। এভাবেই ভালো মন্দ নানা গুণের সমাবেশে ব্রতকথায় ঈশ্বরের মানব রূপের পরিস্ফুটন ঘটেছে।

ব্রত উৎপত্তির ইতিহাস আমাদের জানা নেই। ব্রতগুলি এমন ভাবে রচিত হয়েছে যে এগুলির সন, তারিখের হিসাব পাওয়া যায় না বললেই হয়। তা সত্ত্বেও ব্রতগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজ জীবনের বহুতর ঝলক আমরা দেখতে পাই। বেশিরভাগ ব্রতকথার ধরন কিছুটা রূপকথার গল্পের মতো অলীক, অসম্ভব ঘটনায় পরিপূর্ণ। ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সেসময় প্রচলিত হরেক রকম রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কার, নিয়ম-কানুনের হদিস মেলে যা আজকের সময় দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রাখে। যেমন— পুজোর আগে ঠাকুরের জন্য তৈরি খাবার খেতে নেই। সমাজের তৈরি এই সাংসারিক নিয়মটি পালনে বাড়ির মেয়ে-বউরা যাতে কোনো ত্রুটি না করেন সেই দৈব নির্দেশ আছে *ষষ্ঠী ব্রত*-এর কাহিনিতে। অলঙ্ঘনে ঈশ্বর প্রেরিত যে শাস্তির কথা শোনানো হচ্ছে যেকোনো সন্তানের মায়ের কাছেই তা ভয়ের উদ্রেগ করে। আমরা সকলেই জানি ষষ্ঠী দেবী সন্তানের রক্ষাকত্রী। তিনি রুষ্ট হলে সন্তানের অমঙ্গল হবে। সুতরাং তাঁকে দিয়েই মায়ের মনের দুর্বল জায়গাতে আঘাত করা হল, যাতে সাংসারিক নিয়মগুলি নড়চড় হবার আশঙ্কা না থাকে।

এছাড়া ব্রতকথার প্রচলিত সংস্কার, কুসংস্কার সমাজের আরেকটি দিককে নির্দেশ করে। কুসংস্কারের মূল ছড়িয়ে আছে অশিক্ষার অন্ধকারে। সেখান থেকে বিচারহীন অন্ধ ধারণা জন্ম নেয় এবং ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রত্যেকটি কোণায়। *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে দেখতে পাব মৃত্যুর পর পরলোক থেকে ফিরে আসা, পুকুর খনন করে জল না উঠলে সন্তান বলি দেওয়া, মৃত মানুষের জীবন প্রাপ্তি, পশু পাখিদের মানুষের ভাষায় কথা বলা ইত্যাদি অজস্র অবাস্তব ধারণার বাড়বাড়ন্ত। বিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ এ সকল বিষয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই সবের উপর বিশ্বাস সেই সময়ের সমাজের যে অবস্থাটিকে তুলে ধরে তাকে গুরুত্ব দিতেই হয়।

সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে অর্থনীতির ভিতের উপর। সমাজ ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক। তাই সমাজকে জানতে হলে অর্থনীতির বিষয়টি উঠে আসবেই। প্রত্যেক সমাজে একদল উচ্চবিত্ত, একদল নিম্নবিত্ত থাকে। আর এদের মাঝে থাকে মধ্যবিত্ত। ব্রতকথাতেও সামাজিক পিরামিডের এই স্তরটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এখানে যেমন রাজার প্রসঙ্গ আছে তেমন দীন-দুখিনী অসহায় নিঃস্ব চরিত্রও বর্তমান। ব্রতের বিশেষত্ব হল আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী ব্রতকারীদের কাছে ব্রতের বিধান যথাসম্ভব সহজ করে দেয়া হয়েছে। যেমন— *ঘাটকালী ব্রত*-কথা'য় সওদাগরকে বাড়ি ফেরাতে তাঁর স্ত্রী ব্রত করছে। সওদাগর পত্নী অন্যের বাড়িতে কাজের লোকের মতো থাকে। 'পোড়া ভাত পোড়া ব্যঞ্জন খায়',[৪] তাঁর কাছে ব্রতের উপকরণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। কিন্তু ঘাটকালীকে তাঁর পূজা প্রচার করতেই হবে। সুতরাং সওদাগর পত্নীর অবস্থা দেখে নামমাত্র সামগ্রীর কথা বলা হল– *বিড়া পান, সুপারি, খয়ের, চুন* আর *সিঁদুর*। একই রকম দাবিহীন পুজোর বিধি *নিরাকালী ব্রতে*-র দেবীও দিয়েছেন। ব্রত কাহিনীতে মানুষের অসহায় অবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে, তার থেকে মুক্তি লাভের পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিপুল আয়োজনে ব্রতসঙ্গকারী রাজা বা বিত্তবান পরিবারের কথা যেমন আছে, তেমনি নিঃস্ব ব্যক্তিও বাদ পড়েনি।

শাস্ত্রের সঙ্গে ব্রতকথাগুলির সরাসরি যোগ না থাকায় স্থান-কাল ভেদে ব্রতের বিধান, উপকরণ এমনকি ব্রতের আখ্যানেও ভিন্নতা চোখে পড়ে। এরকম কয়েকটি উদাহরণ *ভারতী*-র পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে। যেমন– *ইতু পূজা।* কালের গণ্ডি পেরিয়ে যে ব্রতগুলি আজও সজীবতা হারায়নি তাদের মধ্যে একটি। ইতু পুজো নিয়ে যে কয়টি প্রবন্ধ আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায়— *ইতু*-র দেবতা কখনও বিষ্ণু, কখনও সূর্য। *ইতু*-র কাহিনির মধ্যেও পার্থক্য আছে। পূর্ববঙ্গে ইতুর দেবতা বিষ্ণু। ব্রাহ্মণ কন্যাদ্বয় *উমনো, ঝুমনো* কীভাবে ইতুপূজা করে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পায় সেই কাহিনি এই ব্রতকথায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 256 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বর্ণিত হয়েছে। এদিকে এপার বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা অঞ্চলে এই কাহিনির সঙ্গে সূর্য, তাঁর স্ত্রী রুক্মিণী (সংজ্ঞা) ও ছায়ার একটি পৌরাণিক কাহিনি সংযুক্ত হয়েছে। কলকাতায় প্রচলিত *ইতু*-র দেবতাও সূর্য। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা অঞ্চলের কাহিনির সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একই নামে ব্রতকথার পুজোর যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি রয়েছে, তেমনি একই দেবী ভিন্ন ভিন্ন নামেও পূজিত হচ্ছেন। যদিও সেই সকল ক্ষেত্রে ইষ্টলাভের প্রকৃতিও ভিন্ন। যেমন— *ষষ্ঠীদেবী* – হলেন দেবী ভগবতীর আর এক রূপ। তাঁকে *অরণ্য ষষ্ঠী, নোটন ষষ্ঠী, শীতলা ষষ্ঠী* ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে ব্রত উদযাপন করা হচ্ছে। *অরণ্য ষষ্ঠী*-তে আম, কাঁঠাল খাওয়ার ধুম, *শীতলা ষষ্ঠী*-তে অরন্ধন, *নোটন ষষ্ঠী*-তে মৃত সন্তানের জীবন প্রাপ্তি ইত্যাদি। বিভিন্ন ঋতুতে পালিত *ষষ্ঠী*-ব্রতগুলির নিয়ম ও কাহিনি আলাদা হলেও সারকথাটি এক – সন্তানের মঙ্গল কামনা।

আগেই বলেছি ব্রতকথাগুলি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তারই সঙ্গে বহন করছে স্বদেশ প্রীতির বার্তা। শ্রীশ্যামাচরণ দাসের লেখা *শনিব্রত বা চট্টোগ্রামের সান্ধ্য সম্মেলন* শীর্ষক প্রবন্ধটি এইসূত্রে আলোচনা করব। এক ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিয়ে কৌশলে শনিদেবের পুজো প্রচারের কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্রতকথাটি হয়ে উঠেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনপ্রিয় সান্ধ্য সম্মেলন। বিবিধ আয়োজনে ব্রত সাঙ্গ হলে প্রসাদ গ্রহণ বা জলযোগের আয়োজন করা হয়। প্রাবন্ধিক এখানে বলছেন আজকাল শ্বেতাঙ্গদের *ইভিনিং পার্টি* বা সন্ধ্যা সমিতিতে যে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়, আমাদের আয়োজন তার তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং স্বাস্থ্যকর—

> "আধুনিক সান্ধ্য সমিতিতে শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণে চা ও বিস্কুট মাত্র দেয়া হয় আমাদের স্বদেশীয় সান্ধ্য সমিতিতে—তাহা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পড়িয়া দেখুন। আটা খুব পুষ্টিকর খাদ্য, তা ছাড়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, আম্র, কণ্ঠকী, নারিকেল, বেল সকলি উপদেয় দ্রব্য। ...জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রচুর আম্র ও কাঁঠালের রস দিয়া এবং শীতকালে খজ্জুর রসের সহিত দধি, দুগ্ধ, আটা ও পক্ক কদলী মিশ্রিত করিয়া এই মুখরোচক সিন্নি প্রস্তুত করা হয়। জলযোগের এই সুন্দর ব্যবস্থা আমার মতে আজ বঙ্গদেশে বিস্তৃত হওয়া উচিত।"[৫]

– ইংরেজি সভ্যতার দিকে যে সময় বাঙালি ঢলে পড়ছে। তখন এই প্রবন্ধের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি দেশীয় লোকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির তুলনা ও বাংলাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে এই ব্রতটি স্বদেশপ্রেমের উত্তম নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

ব্রতকথায় মানুষের শিল্পচর্চারও পরিচয় মেলে। প্রত্যেক ব্রতের প্রধান অঙ্গ হল ব্রতের মন্ত্র ও আলপনা। ব্রতকথার যে মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি মূলত ছড়া। প্রাচীনকালে বিশেষত মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার বিশেষ চল ছিল না, সেখান ব্রতের ছড়াগুলি শৈল্পিক দাবি রাখে। সেকালে মুখে মুখে ছড়া কাটার যে একটা প্রবণতা ছিল সেটা বেশ বোঝা যায়। এছাড়া ছিল গান। কিছু ব্রতের আখ্যান গান গেয়ে শোনানোর রীতি ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রত সাঙ্গ হলে বা ব্রত উপলক্ষ্যে সমবেত হয়ে গান-বাজনা করতেও দেখা যায়। এবার আসি ব্রতের আলপনায়। মানুষ সৌন্দর্য পিপাসী। সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও শিল্পচেতনা থেকেই আলপনার সৃষ্টি। গ্রামবাংলা ও মফঃস্বলে এর প্রচলন বেশি। চালের গুঁড়োর সঙ্গে জল মিশিয়ে সাধারণত ঘরের মেঝে বা উঠোনে নানা রকম কারুকাজ ফুটিয়ে তোলাকে বলে আলপনা। ব্রতকথায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। কখনও কাঙ্খিত বস্তুটিকে আলপনায় ফুটিয়ে তুলে ঈশ্বরের কাছে তাকে কামনা করা হয়। কখনও নিছক সৌন্দর্য সাধনের জন্যই আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে। আলপনা সাদা ও রঙিন দুইই হয়। আলপনার আঁকে-বাঁকে নিপুণ হাতের দক্ষ তুলির টানে মেয়েদের শিল্পীমনের পরিচয়টি ফুটে ওঠে।

ভারতী পত্রিকায় প্রাপ্ত ব্রতকথাগুলি বিশ্লেষণ কালে আরও কয়েকটি বিষয় আমাদের চোখে পড়েছে— *বার-ব্রত* হল সামাজিক মেল বন্ধনের সেতু। দলগত হয়ে ব্রতকথা শোনা ও প্রসাদ বিতরণে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। ধনী-

দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই এই ব্রতগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। *ভারতী* পত্রিকায় প্রাপ্ত ব্রত গুলির মধ্যেও বিভিন্ন বর্গ ও বর্ণের মেলবন্ধন দেখতে পেয়েছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *শনি ব্রত* হয়ে উঠেছে সত্যকার বন্ধনহীন সম্মেলন।

ব্রতের বিজ্ঞানসম্মত দিকও আছে– ব্রত শুরুর আগের দিন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতে হয় এবং ব্রতের দিন ব্রত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবাস বা উপোস। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে পরিমিত উপবাসের গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের আর বলে দিতে হয় না। এছাড়া ব্রতের আগে ঘর-দুয়ার গোবরের প্রলেপ দিয়ে পরিচ্ছন্ন করা হত। আমরা জানি গোবর জীবাণু নাশক। তাই জীবাণু নাশক হিসেবে গোবরের ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্রতের উপাস্যকে ঋতুকালের ফল অর্পণ করা হয়। সেইগুলিই প্রসাদ রূপে সকলে গ্রহণ করে। ঋতুর ফল শরীরে পুষ্টি যোগায়।

সামাজিক মেলবন্ধনের সঙ্গে ব্রতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্রত আখ্যানের মধ্য দিয়ে সদুপদেশমূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এখন বালক-বালিকাদের উপযোগী উপদেশপূর্ণ বই বিস্তর ছাপা হলেও একটা সময় এসব খুবই কম ছিল। ব্রত-পার্ব্বণের কাহিনি সেই অভাব পূরণ করে দিতে দেখি।

ভারতী-র জন্ম, বিস্তার ও সমাপতন সবটাই অবিভক্ত বাংলায়। সুতরাং অবিভক্ত বাংলার অঞ্চলভেদে ব্যবহৃত এমন কয়েকটি শব্দের সন্ধান পেয়েছি যা আমাদের শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। যথা-*জোকার* (হুলুধ্বনি), *অবিয়াতোর* (অবিবাহিতের), *ছোট বর* (অল্প বয়স্ক বর), *কলার মাইজ* (মধ্যস্থিত নবোদ্গত কলাপাতার অগ্রভাগ), *ঘট* (পূর্ববঙ্গে ঘটকে খুঁটি বলে), *ইচার আংটি* (চিংড়ি মাছের গোঁপের নির্মিত আংটি, পূর্ববঙ্গে চিংড়িকে ইচা বলে), *মইল্লা* (অনেক সন্তান নষ্ট হওয়ার পর যে সন্তানটি জন্মাবার পর জীবিত থাকে)।

ব্রত বা ব্রতকথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা বলতেই পারি, ব্রত হল বাংলা তথা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। মনের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের তাগিদেই ব্রতের সৃষ্টি। প্রতিটি ব্রতই বিশেষ রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। তেমনই প্রতিটি ব্রতের পিছনে রয়েছে একটি করে স্বতন্ত্র কাহিনি। কিন্তু সভ্যতার নগরায়ন আমাদের এই গ্রাম-বাংলার আঞ্চলিকতাকে গ্রাস করে চলেছে প্রতিনিয়ত। গ্রাম জীবনের সংস্কৃতি আজ তাই হারিয়ে যাবার পথে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বাঙালির বাঙালিয়ানাকে বা বাঙালির জাতি-সত্তাকে জানতে হলে গ্রাম্য সংস্কৃতিকে ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। বাংলার ব্রত আমাদের গর্ব। বাংলার অন্তর লুকিয়ে রয়েছে আমাদের এই ব্রত অনুষ্ঠানের ভিতর। তাই উনিশ ও বিশ শতকে দাঁড়িয়ে অন্যান্য অনেক পত্রিকার মতো বাঙালির নিজস্বতা রক্ষার প্রয়াস *ভারতী* পত্রিকায় হতে দেখা গিয়েছিল। আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাঙালি ঘরানার সেই নিজস্ব সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আমাদের ব্রতী হতেই হয়।

Reference:

১. বসাক, ড. শীলা, *বাংলার ব্রতপর্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৯৮, পৃ. ৩

২. বিশ্বাস, শ্রীমতী শতদলবাসিনী, *নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথা*, *ভারতী*, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা, ভারতী কার্যালয়, পৌষ ১৩১৫, পৃ. ৪০২

৩. *বাংলার ব্রতপর্বণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৪. বিশ্বাস, শ্রীমতী শতদলবাসিনী, *ঘাটকালী ব্রত*, জায়া, *ভারতী*, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা, ভারতী কার্যালয়, চৈত্র ১৩১৫, পৃ. ৫৪৯

৫. *শনি ব্রত বা চট্টোগ্রামের সান্ধ্য সম্মিলন*, শ্যামাচরণ, *ভারতী*, স্বর্ণকুমারী, দেবী, কলকাতা, ভারতী কার্যালয়, আষাঢ় ১৩১৬, পৃ. ১৩৩

Bibliography:

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদক), *স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী*, পূর্বা, কলকাতা, ২০০০

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১১

কমল চৌধুরী, *বাংলার ব্রত ও আলপনা* (সংকলন ও সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মাঘ, ১৪২১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 256 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পবিত্র চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় মহিলা অবদান,* রত্নাবলী কলকাতা ২০০৫
পবিত্র চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসঃ,* প্রথম খন্ড, জয় দুর্গা লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৪
বিনয় ঘোষ, *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৮৬
বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা ১৯৫০
মীনা চট্টোপাধ্যায়, *স্বর্ণকুমারী দেবী স্বতন্ত্র এক নারী,* অনুভাব, কলকাতা ২০০০
শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ২০০৭
শীলা বসাক, *বাংলার ব্রতপার্বণ,* পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৮
সুনীল দাস, *ভারতী ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী,* সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৮৪

পত্র-পত্রিকা:

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে কার্তিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত।